بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহদীতে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ জুলাই, ২০২৪ মোতাবেক ২৬ ওয়াফা, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় **আজ থেকে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হচ্ছে** আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সহস্র সহস্র মানুষ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য এখানে এসেছেন। এ দিনগুলোতে হাদীকাতুল মাহদীতে একটি অস্থায়ী শহর গড়ে তোলা হয়েছে, **আমরা যেন জাগতিক ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে এই পরিবেশে থেকে নিজেদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক অবস্থাকে উন্নততর করার চেষ্টা করি**। অতএব, এমন পরিস্থিতিতে **আগমনকারীদের কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভের পরিবর্তে এ বিষয়ে অধিক চিন্তিত হওয়া উচিত যে, কীভাবে আমরা এই পরিবেশ থেকে বেশি বেশি লাভবান হতে পারি**। তবে, মানুষের সাথে মানবীয় বিভিন্ন প্রয়োজন ও চাহিদাও সম্পৃক্ত, তাই আয়োজকরা এসব প্রয়োজন পূর্ণ করার এবং আগমনকারীদের জন্য যতদূর সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে বার্ষিক জলসার সময় আমাদের ব্যবস্থাপনার অধীনে বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সহস্র সহস্র কর্মী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার মানসে নিজেদের সেবা উপস্থাপন করেন।

অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমে আমি **সকল কর্মীর মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করতে চাই যে, আপনাদের স্কন্ধে যে দায়িত্বই অর্পণ করা হয়েছে তা আপনারা উত্তমভাবে পালন করার চেষ্টা করুন। সুন্দরভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করুন। জলসার অতিথিদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি জ্ঞান করে সেবা করুন। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সদুদ্দেশ্যে আগমনকারী অতিথি মনে করে সেবা করুন। (নিজেদের) উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করুন। আপনাদের দৃষ্টিতে অতিথির পক্ষ থেকে যদি কোনো বাড়াবাড়িও হয়ে যায়, তাহলে সেটিকে উপেক্ষা করুন। এটিই আমাদের ঐতিহ্য, একেই বলে উন্নত চরিত্র, এটিই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশ। আমাদের কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমনটিই প্রত্যাশা রাখেন। এখন অতিথি আপ্যায়ন এবং উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রত্যেক দেশে আহমদীয়া জামা'তের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।**

বিশেষভাবে জলসার দিনগুলোতে এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। অতএব, বরাবরের মতো এখানেও সকল কর্মী এই উন্নত গুণাবলী প্রদর্শন করুন, যেটি ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। আমি জানি, সকল কর্মী এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই কাজ করেন, এবারও করবেন। গতকাল কর্মীদের উদ্দেশ্যে আমি যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়েছি, যাকে কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্য বলা হয়, তাতেও এ কথাই বলেছিলাম। কিন্তু স্মরণ করানো এবং অনেক নবাগত কর্মীর তরবীয়তের উদ্দেশ্যে আমি এ কথাগুলো বলছি। হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.) বলতেন, **"অতিথির হৃদয় আয়নার মতো হয়ে থাকে। (অতিথি) আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। তুচ্ছ বিষয়ে, সামান্য আঘাতে তা কাঁচের ন্যায় ভেঙে যায়।"** **(মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৬, ১৯৮৪ সালের সংস্করণ)**

অতিথির হৃদয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, তাই ঐ ব্যক্তির জন্য অনেক সময় (তুচ্ছ বিষয়ও) হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়ে যায়। অনেকে সঠিকভাবে চিন্তা করে দেখে না যে, এটি তো শুধুমাত্র ঐ কর্মীর ভুল ছিল, জামা'তী শিক্ষার এতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু এরপরও অনেকে হোঁচট খেয়ে বসে। অতএব, (এ দিকে) অনেক বেশি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যাহোক, এসব কথা ঐ লোকদের উদ্দেশ্যে (বললাম) যারা নবাগত, যাদের এখনো সঠিকভাবে তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণ হয় নি অথবা (যারা) এখনও জামা'তে যোগদান করেন নি। তবে, এখানে আগত অধিকাংশই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী এবং তারা এটি বুঝেশুনেই আসেন যে, এখানে কষ্ট সহ্য করতে হবে। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, বাইরেরও কিছু অতিথি আসেন যাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়, যারা এখনও জামা'তে যোগদান করেন নি অথবা যাদের যথাযথ তরবীয়ত (প্রশিক্ষণ) হয় নি। কাজেই, এতদসংশ্লিষ্ট যেসব কর্মী আছেন, **সকল বিভাগের কর্মীদেরই তাদের অতিথিদের ভালোভাবে যত্নআত্তি করার চেষ্টা করা উচিত। তা-সেটি ট্রাফিকের দায়িত্ব হোক কিংবা পার্কিংয়ের দায়িত্ব হোক অথবা খাদ্য পরিবেশনের দায়িত্ব হোক বা শৃঙ্খলার দায়িত্ব হোক অথবা (মূল) ফটকে চেকিংয়ের দায়িত্ব হোক কিংবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব হোক বা পানি সরবরাহের দায়িত্ব হোক, যে কোনো দায়িত্বই হোক না কেন চেষ্টা করুন যেন অতিথিদের যথাসম্ভব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা হয় আর কোনোভাবেই তাদের কষ্ট না হয়।**

এরপর আমি অতিথিদেরও কিছু কথা বলতে চাই। অনুরূপভাবে প্রসাশনিক কিছু বিষয়ও রয়েছে যা আমি উপস্থাপন করব। **অতিথিদের উদ্দেশ্য** সর্বপ্রথম আমি একথা বলতে চাই যে, আপনারা একটি মহৎ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি হিসেবে এখানে এসেছেন। জাগতিক সন্মান ও পার্থিব সেবা লাভের পরিবর্তে সেই উন্নত নৈতিক গুণাবলীতে আরও উন্নতি সাধনের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখুন যা একজন প্রকৃত মুসলমানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং যেটি অর্জনের জন্য আপনারা এখানে এসেছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই আসা উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, নিঃসন্দেহে জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে, এই পবিত্র, কল্যাণময় ও সদুদ্দেশ্যে ভ্রমনকারী মুসাফির ও অতিথিদের জন্য সেবার আয়োজন বিদ্যমান রয়েছে এবং যেসব প্রয়োজন দেখা দিতে পারে তা পূরণ করার চেষ্টাও আয়োজকরা করে থাকেন। কিন্তু, **যারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভ্রমন করেন, তাদের এসব পার্থিব চাহিদা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি খুব কমই দৃষ্টি থাকে। আর তাদের মূল উদ্দেশ্য এটিই হয়ে থাকে যে, এখানে অবস্থান করে বেশি বেশি আধ্যাত্মিক খাদ্য থেকে লাভবান হওয়া।** অতএব, আপনারা নিজেদেরকে কখনো জাগতিক ভ্রমনকারী ও অতিথিদের শ্রেণীভুক্ত করার চেষ্টা করবেন না। আপনারা যদি এটি অনুধাবন করেন তাহলে অতিথিসেবকদের দুর্বলতা এবং ঘাটতিও আপনারা উপেক্ষা করতে থাকবেন। নতুবা কখনো কখনো দেখা যায়, এ অভিযোগ সৃষ্টি হয় যে, অমুক স্থানের লোকদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো আয়োজন ছিল, ওমুক লোকদের অধিক সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছিল। ওমুকের সাথে অপেক্ষাকৃত ভালো আচরণ করা হয়েছে, তমুকের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় নি। তাহলে এ ধরনের অভিযোগ সৃষ্টি হবে না।

কখনো কখনো ভুল অনুমানের কারণে কিছু দুর্বলতা থেকে যায়, এগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত। যদি সবার হৃদয়ে এ ধারণা থাকে, প্রত্যেক আগত আহমদী মুসলমানের হৃদয়ে যদি এ মনোভাব থাকে যে, আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক খোরাক অর্জন করা, কোনো প্রকার পার্থিব সুযোগ সুবিধা অর্জন করা নয়; তাহলে অতিথি ও অতিথিসেবক উভয়ে প্রেম-প্রীতির সাথে এ দিনগুলো অতিবাহিত করবে। যাহোক, আমি এটিও বলে দিচ্ছি যে, আয়োজকদের পক্ষ থেকে পূর্ণ চেষ্টা থাকে যেন সব অতিথিদের সাথে একই রকম ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো কখনো যেমনটি আমি বলেছি, কম-বেশি হয়ে যায়; অতিথিদের এগুলো উপেক্ষা করা উচিত। এটিই আমাদের শিক্ষা। যেখানে আমাদের প্রতি এই নির্দেশ রয়েছে যে, অতিথিকে সম্মান ও মর্যাদা দাও এবং যত্নআত্তি করো, সেখানে অতিথিদেরও একথাই বলা হয়েছে যে, তোমরাও অতিথিসেবকের স্বাচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথিদের অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। আর এটিও বলতেন, **'নিঃসংকোচে নিজের প্রয়োজনাদির কথা বলবেন'** (মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১২, ১৯৮৪ সালের সংস্করণ) কিন্তু এটি সাধারণ অবস্থার কথা। জলসার অতিথিদের বিষয়ে তিনি (আ.) বলতেন, **'(সবার জন্য) একই ব্যবস্থা করো। সব অতিথির যেন একই ব্যবস্থাপনার অধীনে আতিথ্য করা হয় আর যতদূর সম্ভব একই ধরনের যেন হয়'**। (হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) রচিত সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৫-৩৯৬)

জলসার দিনগুলোতে আতিথেয়তার আয়োজন সাধারণ অবস্থার চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে আর এখানে আগত হাজার হাজার লোককে যথাসম্ভব সমানভাবে সুযোগ সুবিধা প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। তবে যেসব অ-আহমদী অতিথি অথবা বিদেশী অতিথি আসেন তাদের কিছু অপারগতার কারণে তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থাও করতে হয়। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথিদের সম্মান এবং শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও তিনি (আ.) সাধারণ পরিস্থিতেও অতিথির হৃদয়ে এ বিষয়টি বদ্ধমূল করে দিতেন যে, **তোমাদের এখানে আগমনের মূল উদ্দেশ্য হলো- ধর্ম শেখা, নিজের মন-মস্তিষ্ককে পবিত্র করা এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করা।** অতএব, এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যেই আপনারা প্রতিবছর এখানে অতিথি হিসেবে আগমন করেন, সমবেত হন। আর এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই জলসায় আগত অতিথিদের আসা উচিত। এ দিনগুলোতে জলসাগাহে বসে জলসার অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আর এ থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করুন। **অতিথিদের জ্ঞাতার্থে আরও কিছু সাধারণ বিষয়** উপস্থাপন করছি। মু'মিনের জন্য নিজের সময়ের সদ্ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। যখন এমন সম্মেলনে সবাই একত্রিত হয় তখন দূর-দূরান্ত থেকে আগত আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিতদের সাথে পারস্পরিক সাক্ষাৎ এবং একসাথে বসার আকাঙ্ক্ষাও জাগে। এখন যেহেতু কোনো একটি দেশের পরিচিত এবং আত্মীয়-স্বজনই নয় বরং বিভিন্ন দেশের পরিচিত এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগও আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বীয় কৃপায় সেই জা'মাত দান করেছেন যা বিভিন্ন দেশ ও জাতির সীমান্ত এবং বিভেদের অবসান ঘটিয়েছেন। আর ভ্রাতৃত্ববন্ধনের এক মহান ভিত রচিত হয়েছে। তিনি (আ.) জলসায় যোগদানকারীদের একটি উদ্দেশ্য এটিও বর্ণনা করেছেন যে, **জামা'তের সদস্যদের ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সম্পর্ক যেন সুদৃঢ় হয়** (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৪)। তাদের মাঝে উত্তরোত্তর দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। আমরা যেন এক জাতিতে পরিণত হই। আর জানা কথা, এজন্য পরস্পরের সাথে বসার প্রয়োজন পড়ে; পরস্পর একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎও

হয়। আর এটি আবশ্যকও বটে, পারস্পরিক পরিচিতি বাড়ানো এবং সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু সারা দিন জলসার যে অনুষ্ঠান হয় তা শোনার পেছনেও সময় ব্যয় করা উচিত। এরপর যদি কোনো সুযোগ পাওয়া যায় তখন পরস্পর একসাথে বসুন, গল্প করুন এবং সম্পর্ক ঘনিষ্ট করুন।

এটিও দেখা যায়, কখনো কখনো কতেক পুরোনো পরিচিতজনের সাথে দীর্ঘদিন পর সাক্ষাতের কারণে এই গল্পের আসর এত দীর্ঘ হয়ে যায় যে, অনেক সময় খোশগল্পে সারা রাত শেষ হয়ে যায়। তখন তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা ফজরের নামাযের সময়ও অনেক কষ্টে তাদের ঘুম ভাঙ্গে।

আবার এ কারণে কখনো কখনো আয়োজকদেরও সমস্যায় পড়তে হয়। লোকজন খাবারের তাঁবুতে গল্পগুজবে লিপ্ত হয় আবার খাবার খেতে খেতে লোকজন দীর্ঘ আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এত বেশি সময় অতিবাহিত করে যে, অবশেষে কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, নামাযের সময় হয়ে গিয়েছে অথবা অনেক বেশি সময় হয়ে গিয়েছে। যাহোক, একইভাবে বাসা-বাড়িতে অবস্থানকারীদেরও হয়ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। তাই, ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। অতিথিদের বিশেষভাবে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত, অতিথিসেবককেও নিজের কাজ গুছিয়ে পরবর্তী বেলার প্রস্তুতি নিতে হয়।

মহানবী (সা.)-এর কাছে আগত অতিথিদের সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশই ছিল, বসে আলাপচারিতায় সময় নষ্ট করবে না। পানাহার হয়ে গেলে উঠে চলে যাবে, (সূরা আল্ আহযাব: ৫৪)। বিশেষভাবে খাবারের তাঁবুতে যখন বেশি ভিড় হয় তখন মাঝে মধ্যে বিভিন্ন শিফটে খাবার খাওয়াতে হয়। তাই খাবার খেয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে যাওয়া উচিত যেন অন্যরাও আসতে পারে এবং শান্তিমতো খাবার খেতে পারে। অতএব, এসব বিষয় পালন করা হলে কোনো ধরনের অভিযোগ-অনুযোগও সৃষ্টি হবে না আর এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সব কাজ চলতে থাকবে।

একইভাবে যখন কোথাও বিশাল সংখ্যায় লোকসমাগম হয় তখন কখনো কখনো বিভিন্ন তিক্ততার সৃষ্টি হয় কখনো ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকার কারণে অতিথি কোনো কর্মীকে ভালোমন্দ বলে দেয়, কর্মীও মুখের ওপর উত্তর দিয়ে বসে– এভাবে বিষয়টি আরও বাড়তে থাকে এবং এরূপে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটা যদি দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাও হয় তবুও তা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে, অন্যরাও (এদ্বারা) প্রভাবিত হয়। অভিযোগকারী বা যে ভুল কথা বলছে সে যদি এখানকার বাসিন্দা হয়ে থাকেন, অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী হয়ে থাকে তাহলে এই ধারা আরও প্রলম্বিত হয় এবং অন্যান্য সময়েও এর রেশ প্রকাশ পায়। শুধু এখানেই নয় অন্যান্য দেশেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। **প্রকৃত মু'মিন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সে ক্রোধ সংবরণকারী হয়। আর যারা বাড়াবাড়ি করে বা যাদের সাথে বাড়াবাড়ি করা হয় উভয়পক্ষকে আমি বলবো, জলসার পরিবেশের পবিত্রতাকে দৃষ্টিগোচরে রাখুন আর অতিথিও উপেক্ষা, ক্ষমা ও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।** তাদের মতে যদি কোনো বাড়াবাড়ি হয়েও যায় তবুও ধৈর্য ও উদারতার পরিচয় দিন। ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন করুন। অতিথির পক্ষ থেকে অসাদচরণ করা সত্ত্বেও, যদি কর্মী মনে করে যে বাড়াবাড়ি হচ্ছে তবুও আপনি ক্রোধ দমন করুন আর রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন।

একইকথা কার্ড ও নিরাপত্তা চেকিং-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা তল্লাশিও একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে

হয়। নিরাপত্তার বিভিন্ন বলয় অতিক্রমের কারণে কারও কারও কষ্টও হতে পারে এছাড়া বিলম্বও হতে পারে। বিশেষভাবে মহিলা অঙ্গনে এ সমস্যা বেশি সৃষ্টি হয়। কেননা, তাদের সাথে বাচ্চারাও থাকে আর তাদের জিনিসপত্রও বেশি থাকে। কখনো কখনো মহিলারা অনেক ব্যাগও নিয়ে আসে আর প্রতিটি ব্যাগ চেক করতে অনেক সময়ও লেগে যায়। এজন্য, প্রথমত আজকে যারা জিনিসপত্র নিয়ে এসে গেছেন তো এসে গেছেন কিন্তু যারা বাইরে থেকে জলসাগাহে আসেন আর অধিকাংশরা তো বাইরে থেকেই আসেন তাদের চেষ্টা করা উচিত আগামী দু'দিন নিজেদের নূন্যতম জিনিসপত্র নিয়ে জলসাগাহে আসা, যাতে চেকিং-এ কম সময় লাগে। বাচ্চা আছে এমন মায়েরাও কেবল বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে নিয়ে আসবেন, অপ্রয়োজনীয় জিনিস সাথে করে আনবেন না। এতে অযথাই বিলম্ব হয়, সময় নষ্ট হয়। ব্যবস্থাপনারও সময় নষ্ট হয় এবং লোকজনেরও সময় অপচয় হয়। লোকজনকে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয় আর এরপর তারা ব্যবস্থাপনাকে দোষারোপ করে অথচ অনেক সময় দোষ জলসায় অংশগ্রহণকারীদের হয়ে থাকে। কেননা, মানুষজনের জিনিসপত্র এত বেশি থাকে যার ফলে চেক করতে দেরি হয়, যেমনটি আমি ইতঃপূর্বে বলেছি।

এরপর একজন মু'মিনকে উদ্দেশ্য করে মহানবী (সা.)-এর একটি আদেশ ও নির্দেশনা হলো, তোমরা সম্পর্কচ্ছেদকারীদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। যে তোমাকে দেয় না তাকেও দাও। প্রয়োজনের সময় তোমার কাজে আসে নি বলে তার প্রয়োজনের সময় প্রতিশোধ নিয়ে তুমিও তাকে সাহায্য করবে না- এমনটি যেন না হয়। তিনি (সা.) বলেন, **"যে তোমাকে গালমন্দ করে তাকেও উপেক্ষা করো"** (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৩, হাদীস নং: ১৫৭০, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)। কাজেই, এখানে তো গালমন্দ করার প্রশ্নই উঠে না, এখানে তো একটি কর্তব্য পালনের বিষয়; যা কর্মীদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এখানে যদি অজান্তে কোনো কর্মীর দ্বারা কোনো ভুল হয়ে যায় কিংবা কারও কার্ড নিয়ে যদি কোনো আপত্তি দেখা দেয় তাহলে এতে মন খারাপ করার পরিবর্তে উদারতা প্রদর্শন করা উচিত। মহানবী (সা.)-এর এসব কথা দৃঢ় মনোবলের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করে। **দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি হলে সকল মনোমালিন্য এবং ঝগড়াঝাটি দূর হয়ে যাবে।**

অতএব, অতিথিবৃন্দ এবং কর্মীদের উভয়কে বলছি, তাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হলো, বড়ো মনের পরিচয় দেওয়া। যারা চেকিং করবে তাদেরও মনে রাখা উচিত, আগত অতিথিবৃন্দের জন্য যতটা সুযোগসুবিধা প্রদান করা যায় তা প্রদানের চেষ্টা করুন। আর এজন্য ব্যবস্থাপনাকে যদি আরো বেশি কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন হয় তবে তা করা উচিত, বিশেষকরে ভিড়ের সময়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী চেষ্টা করা উচিত, **আমরা যেন পরস্পর ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের দৃষ্টান্তে পরিণত হই,** (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৪) আর আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের সম্পর্কে একথাই বলেছেন। তাই ছোটোখাটো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে এই চেষ্টা করুন যে, আমাদেরকে স্বীয় জীবনের মূল উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করতে হবে– যা রুকূ, সিজদা ও ইবাদতের মাধ্যমে অর্জিত হয় আর যিকরে এলাহী বা খোদা-স্মরণের মাধ্যমে লাভ হয়। এখানে আগত প্রত্যেক অতিথি নিজের সফরকে একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত করার চেষ্টা করুন। কর্মীরাও স্মরণ রাখুন আর অতিথিরাও মনে রাখবেন! অনেক অ–আহমদীও এখানে এসে থাকেন এবং অমুসলমানরাও এসে থাকেন। অতিথি এবং অতিথিসেবক তথা প্রত্যেকেই যদি উন্নত নৈতিক চরিত্রের

বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তবে তারা মৌন তবলীগের ভূমিকা পালন করবেন। আর এতে অ-আহমদীদের ওপর খুবই ইতিবাচক প্রভাব পড়ে আর তখন তাদের দৃষ্টি ইসলামের প্রতি নিবদ্ধ হয় এবং তারা ইসলামী শিক্ষার গুণাবলি দেখে প্রভাবিত হয়।

আরেকটি আবশ্যিক বিষয় হলো, **এখানে আগতরা পরস্পরকে সালাম করারও প্রচলন করুন।** এর প্রতিও বেশি বেশি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করুন। (এটি) অত্যন্ত কল্যাণময় এবং পবিত্র (একটি) দোয়া যা আমাদের শেখানো হয়েছে। অতিথিসেবক এবং অতিথি যখন পরস্পর সালাম বিনিময় করে তখন একদিকে যেমন তারা সব ধরনের ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়, অন্যদিকে তারা এমন এক দোয়া দেয় যা তাদের পরস্পরকে কল্যাণমণ্ডিত করে। অতএব, **আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই যে পবিত্র ও কল্যাণময় দোয়া শিখিয়েছেন, এর প্রতি এ দিনগুলোতে অনেক বেশি মনোযোগ দিন যেন আমরা সর্বত্র শান্তি এবং প্রেম ও ভালোবাসা বিস্তারকারীতে পরিণত হতে পারি আর এই পরিবেশ যেন কেবল আল্লাহ্‌র জন্য প্রেম-ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে পরিণত হয়।** আর আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা যেন সব ধরনের স্বার্থগত উদ্দেশ্য থেকে নিজেদের পবিত্র করতে পারি এবং এ দিনগুলোতে নিজেদের জীবনে একটি বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকি। আমাদের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের জীবনাদর্শ বিদ্যমান (রয়েছে)। অতিথিদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তো এমন ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে তাঁর (সা.) পবিত্রকরণ শক্তির কারণে তারা পবিত্র কুরআনের প্রতিটি নির্দেশের ওপর আমল করার চেষ্টা করতেন। আর যেভাবে পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশ, অর্থাৎ কোনো অতিথি যদি কারও বাড়িতে যায় এবং সেই বাড়ির মালিক যদি বলে যে, ফেরত চলে যান, (কেননা) আমি এখন অবসর নই, তাহলে সে যেন সানন্দে ফেরত চলে যায়; বড় মনের পরিচয় দেয়। একজন সাহাবী বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ পালন করারও চেষ্টা করতাম এবং চাইতাম, কারও বাড়িতে যাবো আর বাড়ির মালিক আমাকে বলবে, এখন আমার সময় নেই, তাই ফেরত চলে যাও; আর আমি সানন্দে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে ফেরত চলে আসব এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীতে পরিণত হবো। কিন্তু তিনি (রা.) বলেন, (শত) চেষ্টা করা সত্ত্বেও কখনোই আমি এ সুযোগ পাই নি যে, কেউ আমাকে তার বাড়ি থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। **(তফসীর দুররে মনসূর, ৫ম খণ্ড (অনুবাদ), পৃঃ ১১৬, লাহোরের যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত)**

অতএব, এই হলো সেই উন্নত নৈতিক চরিত্র যা অতিথিসেবকদের মাঝেও ছিল। অর্থাৎ, বাড়ির মালিকদের মাঝেও ছিল এবং কারও বাড়িতে গমনকারী অতিথিরও ছিল। অতএব, এই উদার মনোভাব থাকা উচিত। মানুষের মাঝে যখন এরূপ উদারতা থাকে তখন ছোটোখাটো বিষয়কে মানুষ এমনিতেই উপেক্ষা করে।

আমি পরস্পরকে সালাম দেওয়া প্রসঙ্গে বলেছি। এ সম্পর্কে আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখবেন, **মহানবী (সা.) বলেছেন, সালামের প্রচলন করার ক্ষেত্রে তুমি কাউকে চেনো বা না চেনো– তাকে সালাম দাও' (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবঃ ইফশাউস্ সালামি মিনাল ইসলামি, হাদীস নংঃ ২৮)।**

সালামের প্রচলন করতে গিয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হবে যে, তুমি পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে। অতএব, শান্তি বিতরণের এ প্রথা প্রচলিত হয়ে গেলে অ–আহমদী অতিথি হোক কিংবা নবদীক্ষিত আহমদী– তাদের হৃদয়ে একটি সুপ্রভাব পড়বে।

আর এই পবিত্র পরিবেশ থেকে তারা অনেক বেশি উপকৃত হবে এবং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রশংসাকারীতে পরিণত হবে। আর যেসব নবদীক্ষিত আহমদী এর ওপর আমল করবে তারা জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে উত্তমরূপে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। তাদের অভিযোগ থাকে, কোনো কোনো স্থানে 'আমাদেরকে (জামা'তের ব্যবস্থাপনায়) সম্পৃক্ত করা হয় না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা উপস্থাপন করছি। যখন জঙ্গে মুকাদ্দাসের অনুষ্ঠান ছিল, অর্থাৎ মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে মুবাহাসা তথা ধর্মীয় বিতর্কের অনুষ্ঠান ছিল তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে তাঁর সাথে একটি ঘটনার অবতারণা হয়। কর্মীরা বলেন, একদিন অতিথিদের আধিক্যের কারণে আয়োজকরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য খাবার রাখতে কিংবা দিতে ভুলে যায় এবং রাতের একাংশ অতিবাহিত হয়ে গেলেও হুযূর (আ.)-কে খাবার দেয়া হয় নি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্তরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। সবার হাতপা হিম হয়ে যাচ্ছিল যে, এটা কী হলো! খাবার রাখা হয় নি, বাজারও এখন বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, সেখান থেকেও আনা সম্ভব নয়। যাহোক, এ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এমন বিচলিত হওয়ার এবং কষ্ট করার কী প্রয়োজন? দস্তরখানে দেখো! অর্থাৎ মানুষ যেখানে বসে খাবার খেয়েছে সেখানে গিয়ে দেখো, লোকদের খাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া কিছু পড়ে থাকবে, সেটিই যথেষ্ট। যা পড়ে আছে তা–ই নিয়ে আসো। দস্তরখানে দেখা হলে সেখানে অল্প কয়েক টুকরা রুটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কোনো তরকারিও ছিল না। তিনি (আ.) বলেন, আমার জন্য এটিই যথেষ্ট আর তিনি (আ.) (সন্তুষ্টচিত্তে) তা-ই খেয়ে নেন। **{হযরত ইয়াকূব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) রচিত সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২২}**

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক এবং তাঁর সুন্নতের ওপর (সবচেয়ে বেশি) অনুসরণকারী, এই ছিল তাঁর আদর্শ। অতএব, আমরা যারা তাঁর জামা'তভুক্ত হওয়ার দাবি করি, আমাদেরও সর্বদা ধৈর্য; উদারতা এবং কৃতজ্ঞতার চেতনা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এই তিন দিনে কারও আতিথেয়তায় যদি কোনো ঘাটতি থেকেও যায় থাকলে তা উপেক্ষা করুন এবং ব্যবস্থাপনাকে খুব বেশি দোষারোপ করবেন না।

ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক উন্নতি সাধনের চেষ্টাই করে কিন্তু অতিথিদের পক্ষ থেকেও কোনো ধরনের অসন্তোষ এবং অভিযোগ করা উচিত নয়। সংশোধনের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি আকর্ষণের সদিচ্ছা থাকলে এবং যারা পরামর্শ দিতে চান তার (জলসার) পরেও নিজেদের পরামর্শ পাঠাতে পারেন যেন আগামী বছরগুলোতে (ব্যবস্থাপনা) আরও উন্নত করা যায় এবং নবাগতদের জন্যেও অধিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা যায়।

এছাড়া এ দিনগুলোতে বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, সেদিকেও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ বছর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র ইউরোপ ও যুক্তরাজ্য সফরের শতবর্ষ পূর্তি হতে যাচ্ছে। এজন্য যুক্তরাজ্য জামা'ত কেন্দ্রীয় আর্কাইভ বিভাগের সাথে সম্মিলিতভাবে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। বিভিন্ন ছবির প্রদর্শনী। এটি অবশ্যই দেখুন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের শত বছরের ইতিহাস। অনুরূপভাবে রিভিউ অফ রিলিজিওন্স এর প্রদর্শনী রয়েছে। আর্কাইভ এবং তবলীগ বিভাগের প্রদর্শনীও রয়েছে। মাখযানে তাসাভীরের প্রদর্শনী রয়েছে। এসব প্রদর্শনী দেখার

মতো। আমি আশা করি, তারা খুব সুন্দরভাবেই সাজিয়ে থাকবেন। অবসর সময়ে এদিক সেদিকে (সময়) নষ্ট না করে এসব প্রদর্শনী দেখার চেষ্টা করুন।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থপনাকে এ নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে কোভিড রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে। এখানেও কোনো কোনো স্থানে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে যেহেতু বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ এসেছে, তাই কেউ কেউ হয়ত কোভিডের জীবাণু বহন করে এনে থাকতে পারেন। কাজেই, গেটে বা প্রবেশদ্বারে হোমিওপ্যাথিক Preventive বা প্রতিষেধক ঔষধ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গেট দিয়ে প্রবেশ করার সময় প্রত্যেকে চেষ্টা করুন ব্যবস্থাপনা আপনাদেরকে সেই ঔষধ দিলে তা সানন্দে গ্রহণ করুন, বরং নিজেরা চেয়ে নিন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সব ধরনের রোগ-ব্যধি থেকে নিরাপদ রাখুন এবং সকল অনিষ্ট থেকেও সুরক্ষিত রাখুন।

একইভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে, যে সম্পর্কে আমি পূর্বেও বলেছি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি প্রতি বছরই বলে থাকি, **অর্থাৎ আমাদের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হলো নিজেদের ডানে ও বামে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। প্রত্যেকেই যেন একে অন্যকে দেখতে পায়– এই চেষ্টা করুন। এটিই সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হয়ে থাকে। এর (বাস্তবায়ন) হলে কোনো বিরোধী বা শত্রু কোনো প্রকার অনিষ্ট করার সুযোগ পাবে না।** অনুরূপভাবে অপ্রয়োজনীয় কোনো জিনিস বা ব্যাগ জাতীয় কোনো কিছু কোথাও পড়ে থাকতে দেখলে ব্যবস্থাপনাকে অবগত করুন। এছাড়া কোনো ব্যক্তির সন্দেহজনক কোনো কর্মকাণ্ড দৃষ্টিগোচর হলেও কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন। মোটের ওপর, এ দিনগুলোতে নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিন। কিন্তু **আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় আর এই আশ্রয় লাভের জন্য আমাদেরকে দোয়া ও যিকরে এলাহীর প্রতি অধিক মনোযোগী হতে হবে। এই তিন দিন এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিন।** আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর ওপর আমল বা অনুশীলন করার তৌফিক দান করুন এবং প্রত্যেকের জন্য এই জলসা সার্বিকভাবে কল্যাণকর হোক।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৬ই আগস্ট, ২০২৪ পৃঃ ২-৫)
(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)